Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-I, published on January 2021, Page No. 1 –4
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

ডোমের চিতা : ডোম সম্প্রদায়ের জীবিকাকেন্দ্রিক জীবন পরিচয়

দিবাকর অধিকারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল- dibakaradhikary95@gmail.com

Keyword
কথাসাহিত্যিক, ডোমের চিতা, ডোম সম্প্রদায়, জীবিকা-কেন্দ্রিক

Abstract

সূচনা :

রমেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য কথাসাহিত্যিক। পেশায় তিনি একজন কবিরাজ হলেও সাহিত্য রচনার প্রতি তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ কৈশোর থেকেই। তিনি লক্ষ করেছেন চল্লিশের দশকের উত্তালময় পরিস্থিতি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকট থেকে সৃষ্টি হওয়া অচলাবস্থা, ভারতের মানুষদের উপর ব্রিটিশদের বাড়িয়ে দেওয়া শোষণের মাত্রা। এই সবকিছুই তাঁর মধ্যে সাহিত্য রচনায় বিপুল পরিমাণে প্রভাব ফেলেছিল। কবি ও কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র একসময় কবিতার ছন্দে লিখেছেন-

"মানুষের মানে চাই–
গোটা মানুষের মানে
রক্ত, মাংস, হাড় মেদ মজ্জা
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ,কাম হিংসা সমেত
গোটা মানুষের মানে।"

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই ব্যক্তিগত আত্মদর্শন থেকে গোটা মানুষের মানে খোঁজার তাগিদ শুধুমাত্র তাঁর কবিতা কিংবা কথাসাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাঁর পূর্ববর্তী, সমকালীন ও পরবর্তীকালের অসংখ্য লেখকেরা মানুষের মানে খোঁজার চেষ্টায় মেতেছেন। জীবন-কেন্দ্রিক সাহিত্য রচনায় মানুষের চলমান জীবনকে নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর এই মানুষের চলমান জীবনের সঙ্গে তার বৈচিত্র্যময় জীবিকার আয়োজন করেছেন। তবে পরিস্থিতিই মানুষকে বাধ্য করে এক-একটি জীবিকাকে বেছে নিতে। তাই জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনায় লেখকেরা সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তাদের জীবিকাকে সুন্দর ভাবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এইরকমই একটি জীবিকা-কেন্দ্রিক জীবন পরিচয়ের গল্প হল রমেশচন্দ্র সেনের 'ডোমের চিতা'। এই গল্পটিতে ডোমদের জীবিকা-কেন্দ্রিক জীবন পরিচয় পরিস্ফুটিত। তিনি ব্যক্তি বা সমাজের স্পষ্টতা অতি কাছের থেকে দেখেছেন, বুঝেছেন। আর এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর গল্প কিংবা উপন্যাসগুলি যতখানি আবেগ নির্ভর, তার থেকে

বেশী বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর। তবে তাঁর সাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের কথাই বেশী পরিমাণে ফুটে উঠেছে। এককথায় তাঁর গল্প বা উপন্যাসগুলি সামগ্রিক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সমাজব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ। আর এই সমাজব্যবস্থার পরিস্ফুটনে ডোম জাতির পরিচয় নিয়ে রচিত তাঁর গল্পটি 'ডোমের চিতা'। গল্পটি 'মৃত ও অমৃত' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

সৃষ্টির আদিলগ্নে মানুষের আবির্ভাব যখন ঘটে থাকে, তখন থেকেই মানুষেরা তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য নানা ধরণের জীবিকাকে বেছে নিয়েছে। আর এই জীবিকার মধ্য দিয়েই সমগ্র মানুষের সর্বদা বেঁচে থাকার প্রয়াস। তবে শ্মশাভূমিতে বাসস্থানের জায়গা তৈরি করে, দাহ কার্যের মধ্য দিয়েও যে জীবিকা নির্বাহ করা যায়, সেটা হয়ত বাংলা সাহিত্যে বিরল। 'ডোমের চিতা' গল্পটিতে এইরকমই দু'জন ডোম সম্প্রদায়ের জীবিকা-কেন্দ্রিক জীবন পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

জনবসতির থেকে দূরে জলরাশির মাঝখনে শুষ্ক প্রাণহীন মাদারের ভিটা শ্মশাভূমিতে দু'জন ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ হারু ও বদনের বসবাস। যেখানে দশ মাইল দূর থেকেও মানুষেরা মড়া পোড়াতে আসে। লেখক শুরুতেই সেই শ্মশাভূমির বর্ণনা দিয়েছেন- "ভিটার উপর পাতাহীন মৃতপ্রায় গাছগুলি বিকলাঙ্গ কুষ্ঠীর মতো দাঁড়াইয়া আছে। এখানে ওখানে ছড়ান রহিয়াছে কয়লা, অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি ও মানুষের মাথার খুলি।" এই ভিটা যেমন "প্রকৃতির একটা অনিয়ম", তেমনি মানব সভ্য সমাজের বাইরে হারু ও বদনের বসবাস। হারু ও বদন শ্মশানের আশে পাশে সবার পরিচিত। কিন্তু কোথায় তাদের বাড়িঘর, কোথা থেকে তারা এসেছে তা সবার অজানা। গল্পে আমরা দেখি "যমদূতের মতো আকাশ থেকে হইতে তারা এই শ্মশানের বুকে আবির্ভূত হইয়াছিল মড়ার-কাঠ জোগাইবার জন্যে। আজ বিশ বৎসর তাদের এই অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। তারাও বিলের মধ্যে পোড়ো ভিটা হইতে গাছ কাটিয়া আনিয়া মৃতদের সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।" সমাজ সংসার সবকিছুই তাদের পরস্পরকে নিয়েই। মাদারের ভিটায় তারা একটি কুঁড়ে ঘর বেঁধে থাকে। বাইরের জগৎ তাদের কাছে অর্থহীন। "জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা মৃতদেহই যেন প্রাণবন্ত। তারাই তাদের জীবিকা। পরস্পরের সঙ্গেও তারা বড় একটা কথা বলে না, হাসে আরও কম। কোন্ মৃতদেহ কিরূপে পুড়িল, কোনটার হাড় কতখানি শক্ত এই-ই তাদের আলোচ্য বিষয়।"

হারু ও বদনের কাছে দুর্ভাগ্য-ক্রমে দুদিন থেকে মড়া পোড়াতে কেউ আসেনি। এমনকি হাঁড়িতেও তাদের চাল ছিল না। মানবসমাজের কাছে মৃত্যু মানে দুঃখের, বেদনার। কিন্তু জীবিকার কারণেও পাল্টে যায় মানুষের জীবনদর্শন। তাই হারু ও বদনের কাছে মৃত্যু অর্থ অন্যরকম। তাদের কাছে মানুষের মৃত্যু না হওয়াটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। কারণ মড়া পোড়ার মধ্যে দিয়েই তাদের প্রতিদিনের আহার্যের প্রয়োজনীয় অন্নটুকু জোগাড় হয়ে যায়। বদন তাই শূকরের মতো অব্যক্ত স্বরে বলে ওঠে- "ছাই, এ রাজ্যে দুদিনের মধ্যে এক বেটাও মরল না। মানুষগুলো দিন দিন যেন অমর হয়ে উঠেছে।" এইসময় বিধাতা যেন তাদের প্রার্থনা শুনলেন। মধ্যরাত্রে একটি যুবক শ্মশানে এসে হারু ও বদনকে ডাকতে লাগলেন। যুবকটির কোলে একটি মৃত শিশু। নিজের স্নেহ পুত্তলিকে সে একাই পোড়াতে এসেছে। লোকটি জাতিতে পদ্মরাজ। লোকটির বাড়ির কাছে জেলে, কোচ, যুগী, ভুঁইমালী জাতির মানুষেরা থাকলেও, কেউই পদ্মরাজের মৃত শিশুটিকে স্পর্শ করতে রাজি হয়নি। তাই লোকটি শ্মশানে একাই নৌকা বহে এসেছে পুত্রের প্রতি শেষ কর্তব্য সম্পাদন করতে। প্রথমে প্রয়োজনীয় অর্থের বিনিময়ে হারু ও বদন শিশুটিকে পোড়াতে রাজি না হলেও, শেষে এক টাকার বিনিময়ে এবং পাঁচ দিনের মধ্যে চিতা জ্বালানোর কাঠ বাবদ আর এক টাকা দিয়ে যাওয়ার শর্তে তারা মরা শিশুটিকে পোড়াতে রাজি হয়ে যায়।

এরপর বদন হারুকে এক টাকা ও আগের কিছু কয়েন দিয়ে তাড়াতাড়ি চাল নিয়ে আসতে বলে। হারু বদনের কথামতো তাড়াতাড়ি চাল কিনে নিয়ে আসতে যায়। কারণ শিশুটিকে পোড়ার জ্বলন্ত আগুনে চাল সেদ্ধ করে তাদের দুজনকে খেতে হবে। এদিকে হারু চলে গেলে বদন একাই শিশুটিকে পোড়াতে থাকে। অনেক সময় পেরিয়ে যায়। চিতার জ্বলন্ত আগুন নিভে যায়, হারু তবুও ফিরে আসে না। ক্ষুধার্ত হয়ে বদন হারুর উদ্দেশ্যে গালি দিতে থাকে। "পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধিত হিংস্র পশুর মতো বদন মধ্যে মধ্যে নিস্ফলা গর্জন করিতে থাকে।" এরপর ধীরে ধীরে বিকেলের দিকে বদন ক্লান্তি অনুভব করতে থাকে, হারুর উপর ক্রমশ রাগ কমে যেতে থাকে বদনের। বরং হারুর জন্য বদনের

চিন্তা হতে থাকে। ভিটার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে হারুর উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু হারুর কোনো সাড়া পায় না বদন, বরং তার সব চিৎকার বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। এরপরের দিন একদল ভদ্রলোক নৌকায় করে একটি স্ত্রীলোকের শব দেহ নিয়ে আসলেন। সেই নৌকায় বদন হারুর উদ্দেশ্যে খোঁজ করতে বেড়িয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক পরে বদন পাতিয়ার বিল থেকে হারুর মৃতদেহ বহন করে আসে। হারুর সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে। নৌকাতে সেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে সের দশেক লাল মোটা চাল এবং কয়েকটা কই মাছ। হারু চাল ও কই মাছ কিনে নেওয়ার পর ফিরে আসতে পারেনি। বরং তার ফিরে আসার আগেই মৃত্যু হয়েছে। গল্পে দেখা যায়– "কই মাছগুলি হারুর দেহের দুচার জায়গা খাইয়া ফেলিয়াছে, পাখিতে ঠোকরাইয়া শবটিকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে।"

সঙ্গের সাথী হারুর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে আসার পরেও বদনের মধ্যে কোনো চিত্ত চাঞ্চল্য নেই। বরং হারুর চিতা সাজিয়ে বদন সেই আগুনে চাল ও মাছ সেদ্ধ করতে উদ্যত হয়। তবে লেখক গল্পের শেষে বদনের মানবিক সত্তাটি সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন- "দূরে আকাশের বুকের পাতি উড়িতেছে। বৈকালী সূর্য চিতার উপর ফাগের গোলা ঢালিয়া দিয়াছে। চিতার আগুন ও সূর্যের আলোয় মাদারের ভিটা একটা লাল আভা ধারণ করিল। চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদনের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।"

প্রথম পুরুষে রচিত গল্পটির বর্ণনায় লেখক বাস্তবতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে কাহিনী রচনা করেছেন। বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যেমন ভাবালুতাকে আশ্রয় যেমন দেননি, তেমনি শিল্পীসুলভ ভাবনা নিয়ে গল্পটি পরিবেশন করেছেন। জীবিকা-কেন্দ্রিক দুটি ডোম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন নিয়ে লেখা গল্পটিতে মূলত তিন দিনের ঘটনা পরিবেশিত হয়েছে। গল্পটির শুরুতেই লেখক সরাসরি ভাবে হারু ও বদনের জীবন ও জীবিকার পরিচয় দিয়ে কাহিনী বর্ণনায় সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেছেন। গল্পটির পটভূমি যদিও শ্মশানের, তবুও লেখক সেখানে শ্মশানের পটভূমি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে অতিপ্রাকৃত আবহের সৃষ্টি করেননি। কারণ লেখক জানেন শ্মশান শুধুমাত্র মৃতদেহ সৎকারের স্থানভূমি হতে পারে না, জীবিকা বা বাসস্থানের জায়গাও হতে পারে। তাই দেখা যায় হারু ও বদনের জীবনে মৃত্যুকে ঘিরেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তারা মাদারের ভিটা শ্মশানে বাসা বেঁধে বসবাস করে, আবার বিলের মধ্যে পোড়ো ভিটা থেকে গাছ কেটে এনে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করে। যদিও তাদের এই জীবন-যাপন ও জীবিকা মানব সমাজের কাছে আদিম হিসেবে পরিচিত।

মানবসভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ তার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। যদিও মানবসমাজ আজ অনেকটাই উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কিন্তু গল্পে উপস্থাপিত হারু ও বদনের জীবনে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম যেন অনেকটাই আদিমলগ্নের। শ্মশানের মধ্যে বসবাস করে মৃতদেহ সৎকার করে; কখনো বিল থেকে মাছ ধরে তারা প্রতিদিনের আহার্যের ব্যবস্থা করে থাকে। তাদের না আছে অন্য কারও সম্পত্তির দিকে লোভ, বরং নিজের বল, বুদ্ধি ও পরিশ্রমে যতটুকু প্রকৃতি থেকে উপার্জন করা যায়, ততটুকু নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। সমাজ-সংসার তাদের দুজনকে নিয়েই। বাইরের জগৎ তাদের কাছে অর্থহীন। জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর তাদের কাছে প্রাণবন্ত নয়, মৃতদেহই তাদের প্রাণবন্ত। তাদের এই জীবন-যাপন ও জীবিকা পদ্ধতি সভ্যসমাজের কাছে পাশবিক হিসেবেই পরিচিত। গল্পের মধ্যেও লেখক তাদের পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। "মৃতদেহের অস্বাভাবিকতা মধ্যে মধ্যে তাদের হাসির উদ্রেক করে বটে কিন্তু সে হাসি হিংস্র জানোয়ারের ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো বিকট।" আবার শ্মশানে মরা না আসার জন্য "বদন শূকরের মত অব্যক্ত শব্দ করিয়া বলিল, ছাই, এ তিন ভুবনে রাজ্যে দুদিনের মধ্যে এক বেটাও মরল না।" চাল কিনতে গিয়ে হারুর ফিরে না আসার জন্য "পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধিত হিংস্র পশুর মতো বদন মধ্যে মধ্যে নিস্ফলা গর্জন করিতে থাকে।" আবারও গল্পে দেখা যায় বদন হারুর মৃতদেহের সঙ্গে কইমাছ ও চাল বহন করে নিয়ে আসার পর চাল ও কইমাছগুলি হারুর চিতার আগুনে চাপিয়ে দিয়ে নিজের উদরপূর্তির আয়োজন করেছেন।

হারু ও বদনের মধ্যে পাশবিকতার পরিচয় ফুটে উঠলেও তারাও যে মানুষ, মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদেরও যে হৃদয় আছে। সেই হৃদয় থেকে মানবিক সত্তাটি উন্মোচিত করতে লেখক ভুলে যাননি। তাই দেখা যায় হারু কিনতে গিয়ে ফিরে না আসার জন্য বদনের চিন্তা হতে থাকে। সেই চিন্তা থেকে বদন হারুর উদ্দেশ্যে খোঁজ করতে বেড়িয়ে

যাওয়া। শেষে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে আসার পর হারুর চিতা সাজিয়ে নেওয়া। এরপর "চিতার ধোঁয়া সাপের কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশে উঠিতে লাগিল। বর্ণে তার একটা নীল আভা। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া বদন মানুষ পোড়াইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ ধোঁয়া জীবনে আর কখনো দেখেন নাই।" বদনকে তাই দেখা যায়, "চিতার আগুন সূর্যের আলোয় মাদারের ভিটা একটা লাল আভা ধারণ করিল। চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদনের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।"

গল্পটি শুরু হয়েছে হারু ও বদন দুজনের শ্মশানে জীবন ও জীবিকার পরিচয় দিয়ে। কিন্তু গল্পের শেষেও আছে দুজনের কথাই। তারমধ্যে একজন চিতায় শায়িত, অন্যজন তার সৎকারে রত। প্রকৃতিকে জয় করে মানুষ বেঁচে থাকে, কিন্তু কখনো কখনো প্রকৃতির কাছেও মানুষ অসহায়। হারুর চাল কিনতে গিয়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু হওয়াটা যেন প্রকৃতির কাছে অসহায়। প্রকৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে, কিন্তু মানবজীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে প্রকৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃতি মানবজীবনের প্রয়োজনে পটভূমি রূপে যেমন প্রতিষ্ঠা পায়, তেমনি মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এইভাবে সবদিক মিলিয়ে গল্পটি বিশ্লেষন করলে দেখা যায় হারু ও বদন নামে দুজন ডোম জাতির জীবন ও জীবিকা যেমন পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, তেমনি বাংলা ছোটগল্পের ধারায় ডোম জাতির জীবিকা-কেন্দ্রিক রচনা 'ডোমের চিতা' গল্পটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় স্থান পেয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ – সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়
২. বাংলা ছোটগল্প – শিশিরকুমার দাস
৩. বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ- বীরেন্দ্র দত্ত